মসজিদে বিস্ফোরণ: নিভে গেল আরেক মুসল্লির প্রাণ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় আবদুল আজিজ (৪০) নামের আরও এক মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার ভোরে সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. পার্থ শঙ্কর পাল যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিস্ফোরণের ঘটনায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন ও শিশুসহ মোট ৩২ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া চিকিৎসাধীন আরও ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রসঙ্গত, গত ৪ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হলো। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন একজন।

হাটহাজারীতে আল্লামা শফীর জানাজা শনিবার দুপুর ২টায়

হেফাজত আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর জানাজা শনিবার দুপুর দুইটায় চট্টগ্রামের আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম

হাটহাজারী মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি ওই মাদ্রাসার মহাপরিচালক ছিলেন।

শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আল্লামা শফীর ছেলে ও হেফাজতের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আনাস মাদানী।

হেফাজত আমিরকে ঢাকার জামিয়া ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় গোসল ও কাফন পরিয়ে শুক্রবার আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টায় হাটহাজারীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া হবে। হেফাজত আমিরের সাবেক প্রেস সচিব মাওলানা মুনির আহমদ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পরে হাটহাজারী মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদ (মজলিসে শুরা কমিটি) তাকে মহাপরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাদ্রাসার উপদেষ্টা (সদরে মুহতামিম) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

ওই দিনই ছাত্র বিক্ষোভের মুখে অবরুদ্ধ অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন আল্লামা শাহ আহমদ শফী। মাদ্রাসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে চট্টগ্রাম হাসপাতালে নেয়া হয়।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা আল্লামা শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ঢাকায় এনে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

প্রায় শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী

আর নেই

হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আলতাফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় হেফাজত ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা আল্লামা শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ঢাকায় এনে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সূত্র:যুগান্তর

মক্কার পাহাড়ে আগুন

সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীর তায়েফ অঞ্চলে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। জাবাল আমাদ পাহাড়ে দ্রুতগতিতে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে। উঁচুনিচু রাস্তা এবং গাছপালার ঘনত্বের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই-এর ইউটিউব চ্যানেলে আগুনের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। জাবাল আমাদে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে তখনই আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেন সিভিল ডিফেন্স ফোর্সের সদস্যরা। এক টুইট বার্তায় মক্কা

কর্তৃপক্ষ জানায়, পাহাড়ের একটি বনাঞ্চল থেকে প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। এখন পর্যন্ত কারও হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। সেই সাথে আগুন নেভানোর জন্য হেলিকপ্টার থেকে পানি ছিটাতে দেখা গেছে।

ঈদুল আজহার জামাত নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা

পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত আদায় প্রসঙ্গে ১৩ নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ঈদুল আজহার নামাজের জামাত মসজিদে আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়:

– নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামাত আদায় করা যাবে।
– মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।
– বাসা থেকে অজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং অজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে অজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে।
– মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে।
- মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
– ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে অর্থাৎ দুই কাতারের মাঝে এক কাতার

খালি রাখতে হবে।
– শিশু, বৃদ্ধ, যে কোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।
– সর্বসাধারণের সুরক্ষার নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মসজিদে জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে।
– করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামদের অনুরোধ করা হয়।
– খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয় এবং পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
– প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

১০ হাজার নয় এক হাজার অংশ নিচ্ছেন পবিত্র হজে

এবার ১০ হাজার নয় এক হাজার হাজী অংশ নিচ্ছেন পবিত্র হজ পালনে। আগামী ৩০ জুলাই স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে পালিত হবে এবারের (২০২০ সালের) পবিত্র হজ।

করোনা মহামারীর কারণে এবছর সীমিত পরিসরে হজ পালনের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি জারি করেছে সৌদি আরবের জাতীয় রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এ কারণে নিবন্ধনকৃত ১০ হাজার হজযাত্রীর

মধ্যে মাত্র এক হাজার হাজীকে নির্বাচিত করে গত ২৫ জুলাই থেকে আবাসিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এখানেই শারীরিক সুস্থতাসহ হজের প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করেছেন হাজীরা। এবারই প্রথম সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিশ্বের ১৬০টি দেশের নাগরিকরা হজে অংশ নিচ্ছেন।

বিধি অনুযায়ী, হজ পালনকারীরা কাবা শরিফ ও কালো পাথর (হুজরে আসওয়াদ) চুমু খেতে বা স্পর্শ করতে পারবেন না। ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দান ছাড়া সব সময় মাস্ক পরিধান করতে হবে। এখানে হাজীরা যোহর এবং আসরের নামাজ একসঙ্গে আদায় করবেন।
এর আগে ৮ জিলহজ মীনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। ৯-জিলহজ রাতে মুজদালিফায় রাত্রিযাপন করবেন। এখানে মাগরেব এবং এশার নামাজ একসঙ্গে আদায় করবেন। পর দিন ১০ জিলহজ শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর ছুড়ে মারবেন। এজন্য আগে থেকে জীবাণুমুক্ত প্যাকেটজাত পাথর ব্যবহার করতে হবে (সৌাদি কর্তৃপক্ষ এসব পাথর সরবরাহ করবেন)। তাই এবছর মুজদালিফা থেকে শয়তানকে ছুড়ে মারা কংকর সংগ্রহ করতে হবে না। এভাবে পর পর আরও দুই দিন শয়তানের উদ্দেশ্য কংকর মারতে হবে। এরপর মাথা মুন্ডন করে কোরবানি দিতে হবে। এছাড়া প্রথম দিনের কংকর মারা শেষ হলে, চলমান হজ কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল হাজীকে মীনায় নির্দিষ্ট আবাসনে থাকতে হবে।

সৌদি আরবের র্ধম মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এসব জানানো হয়েছে। হজ পারমিট ছাড়া হজের জন্য পবিত্র স্থান মীনা, মুযদালিফা ও আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ গত ২৫ জুলাই থেকে হজের পঞ্চম দিন ১২ জিলহজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকছে। এসময় কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমান গুণতে হবে। একই নিয়ম দ্বিতীয়বার ভঙ্গ করলে জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।

মহামারীর কারণে এবার কোনো বিদেশিকে হজ করতে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না সৌদি আরব। যারা আগে থেকে সেখানে (সৌদি আরবে) অবস্থান করছেন। শুধু তারাই হজ পালন করতে পারবেন। হজে ১ হাজারের মধ্যে ৭০০ জন বিদেশি মুসলিম নাগরিক এবং ৩০০ জন সৌদি নাগরিক অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া অংশ গ্রহণকারী হাজীদের বয়স ২০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে রাখা হয়েছে। এছাড়া মীনা, আরাফা, মুজদালিফা ও জামারার হজের কার্যক্রমে প্রতি দলে ২০ জন করে অংশ নেবেন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সময়ও ২০ জন করে দল থাকবেন। এমনকি হজ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর কারও ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনী ও হাপানি রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ থাকলে তিনিও হজে অংশ নিতে পারবেন না।

ইতিপূর্বে হজ করেছেন এমন ব্যক্তিও এবার বিবেচিত হবেন না। হজ চলাকালে কারও মধ্যে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা গেলে তার ও সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের পরিস্থিতি চিকিৎসকের পর্যালোচনার পরই কেবল হজ শেষ করার অনুমতি দেওয়া হবে। তাদের জন্য আলাদা আবাসন, পরিবহন ও ভ্রমণ সূচির ব্যবস্থা করা হবে।

উচ্চ মাত্রার জ্বর, কফ, গলা ব্যাথা ও হঠাৎ ঘ্রাণ ও স্বাদ হারিয়ে ফেলার মতো উপসর্গ দেখা গেলে তাকে হজ পালন করতে দেওয়া হবে না। হজ পালনকারী ও হজে দায়িত্ব পালনকারীদের অবশ্যই সুরক্ষা মাস্ক পড়তে হবে। ব্যবহার শেষে সুনির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।

হজ পালনকারীরা যেখানেই সমবেত হোন কেন দু’জনের মধ্যে অন্তত দেড় মিটার দূরত্ব রাখতে হবে। খাবার পানি ও জমজমের পানি একবার ব্যবহারযোগ্য কন্টেইনারে সংগ্রহ করা যাবে। মক্কা ও পবিত্র স্থানগুলোর পানি ঠান্ডা রাখার রেফ্রিজারেটর সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হজ পালনকারীদের প্রত্যেককে আগে থেকে হজের সমাপ্তি পর্যন্ত প্যাকেটজাত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে।

আরাফাত ও মুযদালিফায় হজ পালনকারীদের অবশ্যই নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করতে হবে। সে ক্ষেত্রে হজ বিধিবিধান কড়াকাড়িভাবে মেনে চলতে হবে। মীনার তাবু এলাকার ৫০ বর্গমিটারের মধ্যে ১০ জনের বেশি হজ পালনকারী থাকতে পারবেন না। এছাড়া কাবা ও কালো পাথরের চারপাশে অবরোধ দেওয়া থাকবে যাতে কেউ কাছে না যেতে পারে।

তাওয়াফের জন্য কাবার চারপাশ এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোর স্থানকে প্রতি দল হজ পালনকারী ব্যবহারের আগে ও পরে জীবাণুমুক্ত করা হবে। সূত্র-যুগান্তর

ঈদগাহে নয়, মসজিদেই হবে ঈদুল আজহার জামাত

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ঈদুল আজহার নামাজের জামাতও ঈদগাহ/উন্মুক্ত স্থানের পরিবর্তে মসজিদে আদায়

করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে সরকার।

রোববার (১২ জুলাই) সচিবালয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নুরুল ইসলাম।

সভায় যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য এবং আনন্দমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বছর করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঈদের প্রধান জামাত জাতীয় ঈদগাহের পরিবর্তে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব রেখে নামাজ আদায়, নামাজ শেষে কোলাকুলি এবং হাত না মেলাতে বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো. আনিছুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, তথ্য, জনপ্রশাসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর সংস্থার প্রতিনিধিরা এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন, মাওলানা আনাস মাদানী, মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন, মাওলানা নুরুল আমিন, হাফেজ মাওলানা আব্দুল আলিম রিজভী, মুফতি মাওলানা সাজিদুর রহমান, মাওলানা ড. কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা মোসাদ্দিক বিল্লাহ আল মাদানী, মাওলানা মাহফুজুল হক প্রমুখ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত প্রদান করেন।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ জুলাই বা ১ আগস্ট মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

[redacted]

[redacted]

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাও. মুফতি হাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহ সভাপতি মাও. শফিকুল ইসলাম ও মাও. খাদেমুল ইসলাম ও গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের ঈমাম হাফেজ রুহুল আমিন।
অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাও. জাবের হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মাও. সাদেক আলী।

এ বছর হজ হবে সীমিত: সৌদি

২০২০ সালের হজ হবে সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সমন্বয়ে সীমিত পরিসরে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে বহির্বিশ্ব থেকে কারও আসার অনুমতি থাকছে না।

সৌদি আরবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের সীমিতসংখ্যক মানুষ নিয়েই এবারের হজ অনুষ্ঠিত হবে। করোনাভাইরাস মহামারীর অব্যাহত ঝুঁকির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

২২ জুন সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে– মহামারী করোনার ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্বের প্রটোকল ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সেই হিসাবে বলতে গেলে এবার আন্তর্জাতিকভাবে হজ পালন করা হচ্ছে না। শুধু সৌদিতে অবস্থানরত সৌদি নাগরিক ও বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা শর্তসাপেক্ষে হজের অনুমতি পাবেন।
সূত্র-যুগান্তর

হজ নিবন্ধনকারীরা টাকা তুলে নিতে পারবেন

করোনাভাইরাস সংকটের কারণে এবার সীমিত পরিসরে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। সৌদিতে অবস্থানকারী ছাড়া কেউ এবার হজ করতে পারবেন না। এ ঘোষণার পর চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার উদ্দেশে নিবন্ধন করা ৬৫ হাজার মুসল্লি। তবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিবন্ধনকৃতরা চাইলে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই তাদের টাকা তুলে নিতে পারবেন।

মঙ্গলবার দুপুরে টেলিফোনে তিনি যুগান্তরকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যারা টাকা তুলবেন না, তারা আগামী বছর হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। যারা চাইবেন তারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিতে পারবেন।
ধর্মসচিব বলেন, টাকা ফেরত নিয়ে কোনো হয়রানির সুযোগ নেই। টাকা উত্তোলনে কারও সমস্যা যাতে না হয়, সে বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে রাখবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। যে কেউ না যেতে চাইলে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকে টাকা সঠিকভাবে গচ্ছিত আছে, হজে যেতে ইচ্ছুকদেরও ভয় নেই। তারা আগামী বছর অগ্রাধিকার পাবেন।

ধর্মসচিব জানান, এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে আগামীকাল বুধবার দুপুর ১২টায় আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে কীভাবে টাকা ফেরত দেয়া হবে।

সোমবার সৌদির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী জানান, করোনা মহামারীর কারণে এবারের বছর বৃহৎ পরিসরে হজ আয়োজন হবে না। শুধু সৌদি আরবে বসবাসকারীরাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজে অংশ নিতে পারবেন।

প্রতি বছর কোরবানির ঈদের সময় ২৫ লাখ মুসলমানের অংশগ্রহণে সৌদি আরবে পালিত হয় ইসলাম ধর্মের অন্যতম ‘ফরজ’ হজ।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্তে অন্যতম সৌদি আরব। এখন পর্যন্ত মোট সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি। প্রাণ গেছে ১ হাজার ৩০৭ জনের।

গত বছর মক্কা-মদিনায় হজ পালনের উদ্দেশে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ সৌদি আরবে যান। ধর্মীয় এই সমাগম দেশটির আয়ের অন্যতম

উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

এবার বাংলাদেশ থেকে ৬৫ হাজার ৫৯৪ জন হজে যেতে আগ্রহী ছিলেন। সৌদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের হজে যাওয়া হচ্ছে না। সুত্র-যুগান্তর